بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
৮ ডিসেম্বর ২০২০

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করলো মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া জার্মানীর শতাধিক সদস্য

সাক্ষাতকারীরা ছিলেন পাকিস্তান থেকে আগত অভিবাসী, যাদের অনেকেই কোন দিন হুযূর আকদাসের সাক্ষাত লাভ করেন নি

৬ ডিসেম্বর ২০২০ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া জার্মানীর (আহমদীয়া মুসলিম যুব সংঘ) শতাধিক সদস্যের সাথে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্যবৃন্দ গ্রস গেরাও (Gross-Gerau) শহরে ক্রিস্টাল প্যালেস ইভেন্ট হল (Crystal Palace Event Hall)-এ সমবেত হন।

হুযূর আকদাসের সাথে সাক্ষাতকারীরা সকলেই ছিলেন অভিবাসী, যারা পাকিস্তানে আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের সদস্যদের ওপর নিপীড়নের ফলস্বরূপ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জার্মানিতে এসে অ্যাসাইলাম (আশ্রয়)-এর জন্য আবেদন করেছেন।

প্রত্যেকেই হুযূর আকদাসের সাথে সরাসরি কথা বলার সুযোগ লাভ করেন এবং হুযূর আকদাস তাদের প্রত্যেকের জন্য এবং তাদের পরিবারের জন্য দোয়া করেন।

এ সকল অভিবাসীর উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে, হুযূর আকদাস তাদেরকে সদা-সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভে সচেষ্ট থাকা এবং তাঁকে কখনো ভুলে না যাওয়ার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি তাদেরকে এ নির্দেশনাও প্রদান করেন যে, তারা যেন তাদের অ্যাসাইলাম প্রক্রিয়ায় কেবলমাত্র সত্য কথা বলার বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"অ্যাসাইলাম প্রক্রিয়ায় আপনাদের কখনোই কোনো রকমের মিথ্যা কথা বলা বা অতিরঞ্জনের আশ্রয় নেয়া উচিত হবে না। বরং, সরল ভাষায় পাকিস্তানে যা ঘটছে, সেই বাস্তবতা উপস্থাপন করুন, যেখানে প্রত্যেক আহমদী নিপীড়নের শিকার হওয়ার আশঙ্কা নিয়ে এমনভাবে দিনাতিপাত করছেন যে, যেকোন মুহূর্তে তাদেরকে আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত করা হতে পারে বা তাদের ওপর মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করা হতে পারে। তাদেরকে বলুন যে, এমন অরাজক পরিস্থিতির কারণেই আপনাদেরকে অভিবাসন গ্রহণ করতে হয়েছে, যেন ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ে আপনারা জীবন যাপন করতে পারেন। যদি আপনারা সদা-সর্বদা সত্য কথা বলেন তবে, ইনশাআল্লাহ্, আপনাদের অ্যাসাইলাম কেসগুলো গৃহীত হয়ে যাবে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"ব্যক্তিগত পর্যায়ে, আপনাদের নিশ্চিত করা উচিত যে, আপনারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিত আদায় করেন, আর আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য কামনায় হৃদয় নিঙড়ানো আবেগ ও আন্তরিকতা নিয়ে আপনারা সিজদাবনত হন। উপরন্তু, আপনাদের নিয়মিত নফল নামায আদায়ে অভ্যস্ত হওয়া উচিত। যখন আপনারা অ্যাসাইলামের শুনানির জন্য যান, তখন আদালতে প্রবেশের পূর্বে আপনাদের উচিত সূরা ফাতেহা পাঠ করা । এছাড়াও, নিজেদের অন্তরে আপনাদের এক দৃঢ় অঙ্গীকার করা উচিত যে, একবার যখন আপনাদের কেস গৃহীত হয়ে যাবে এবং আপনাদের পরিস্থিতির উন্নতি হবে, তখনও আপনারা নামাযে অধ্যবসায় ও শৃংখলার সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। যদি আপনারা এসব করেন তবে, ইনশাআল্লাহ্, আপনারা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজি ও আশিস বর্ষিত হতে দেখবেন।"

পরিশেষে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“যদি আপনারা, আমি যা বলেছি, তা অনুসরণ করেন, তবে ইনশাআল্লাহ্ আপনাদের অ্যাসাইলামের আবেদন গৃহীত হবে। সদা-সর্বদা স্মরণ রাখবেন যে, আপনাদের সকল প্রয়োজনের জন্য আপনাদের আল্লাহ্ তা’লার দিকেই ঝোঁকা উচিত, আর যেভাবে আমি পূর্বেই বলেছি, নিজেদের অন্তরে আপনাদের এক দৃঢ় অঙ্গীকার করা উচিত যে, যখন আপনাদের পরিস্থিতির উন্নতি হবে, তখন আপনারা আল্লাহ্‌কে ভুলে যাবেন না, বরং তাঁর নৈকট্য অনুসন্ধান করতে থাকবেন, আপনাদের নামাযসমূহ আদায় করতে থাকবেন, এবং তাক্‌ওয়া লাভের জন্য আপনারা চেষ্টা-সাধনা করতে থাকবেন। আল্লাহ্ তা’লা সবিশেষ অবহিত, কোন ব্যক্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য কী, এবং, তার অন্তরে কী রয়েছে, আর তাই যদি পরবর্তীতে আপনারা ইহজাগতিক প্রত্যাশা পূরণে ডুবে যান, তাহলে আপনারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন এবং সমস্যাবলীর মুখোমুখি হবেন। যাহোক এটি আমার দোয়া যে, আল্লাহ্ তা’লা আপনাদের সকলকে আশিসমণ্ডিত করুন এবং আপনাদের হাফেয (রক্ষাকারী) ও নাসের (সাহায্যকারী) হোন, আমিন।”